‘রানা প্লাজা’ চলচ্চিত্রের সেন্সর কাহিনী

কল্লোল মোস্তফা

মালিক পক্ষের সীমাহীন লোভের শিকার হয়ে রানাপ্লাজা ধসে চাপা পড়লো কয়েক হাজার শ্রমিক। নিষ্ঠুর নির্মমতার সাক্ষী হয়ে থাকলো সহস্রাধিক মানুষের বিধ্বস্ত মৃতদেহ, হাত পা কাটা আরও বহু মানুষের শরীর, হাহাকার নিয়ে বহু হাজার মানুষের সারা জীবন। না এসব নির্মমতা ঘটতে পারবে, কিন্তু কোনোভাবেই দেখানো যাবে না.....

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধস এবং তার ১৭ দিনের মাথায় ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে রেশমা আক্তার নামের এক শ্রমিকের জীবিত উদ্ধার হওয়ার ঘটনাকে উপজীব্য করে ‘রানা প্লাজা’ নামের একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সেন্সর বোর্ডের নানা আপত্তি ও হাইকোর্টে রিটের কারণে নজরুল ইসলাম খান পরিচালিত এই ছবিটি মুক্তি পেতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। বিশেষ কতগুলো দৃশ্য ও সংলাপ কর্তনের শর্তে গত ১৬ জুলাই সেন্সর বোর্ড ‘রানা প্লাজা’ চলচ্চিত্রকে সনদপত্র দেয়। সে অনুযায়ী ৪ সেপ্টেম্বর ৫০টির বেশি হলে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেয় প্রযোজক সংস্থা। কিন্তু বাংলাদেশ ন্যাশনাল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলামের করা একটি রিট আবেদনে ‘রানা প্লাজা’র মুক্তি আটকে যায়। তাঁর অভিযোগ ছিল, এই সিনেমায় ‘ভীতিকর চিত্র’ দেখানোর পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা ‘আইনের লঙ্ঘন’।

ওই রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গত ২৪ অগাস্ট চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনী ও সম্প্রচারে ছয় মাসের নিষেধাজ্ঞা দেয়। প্রযোজক শামীমা আক্তার ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ গত ৬ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে দেয়। ফলে আবারও ‘রানা প্লাজা’র মুক্তির পথ খোলে; ১১ সেপ্টেম্বর দিন ঠিক করে নতুন করে প্রচারও শুরু হয়। কিন্তু মুক্তির ঠিক আগের দিন রিট আবেদনকারী পক্ষ আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন নিয়ে চেম্বার আদালতে যায়। চেম্বার বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী চলচ্চিত্রটির ওপর ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন এবং বিষয়টি শুনানির জন্য আপিল বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন। এর ধারাবাহিকতায় ওই রিভিউ আবেদন আপিল বিভাগে ওঠে এবং গত ১৭ সেপ্টেম্বর তা খারিজ করে দেয় আদালত। কিন্তু সকালে রিভিউ আবেদন খারিজ হওয়ার পর বিকেলেই তথ্য মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে স্থগিত করে দেয় ‘রানা প্লাজা’র মুক্তি। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয় :

“ফিল্ম সেন্সর আপিল কমিটি কর্তৃক আপিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত ‘রানা প্লাজা’ চলচ্চিত্রের সেন্সর সার্টিফিকেট স্থগিত করা করা হয়েছে।”

‘রানা প্লাজা’র সেন্সর ও ছবি মুক্তির বাধা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর লিখেছে :

“সিনেমাটির সেন্সর সনদ প্রদান নিয়ে গ্লিটজের কথা হয় সেন্সর বোর্ডের সচিব মুন্সী জালাল উদ্দিন এবং বোর্ড সদস্য মুশফিকুর রহমান গুলজারের সঙ্গে। তাঁরা বলছেন, সেন্সর বোর্ডের রিভিউ ও আপিল– দুটি কমিটিই ‘রানা প্লাজা’ সিনেমাটি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল। তারপর সিনেমার প্রযোজক সংস্থা উচ্চ আদালত থেকে সিনেমাটির ছাড়পত্রের ব্যাপারে নির্দেশনা নিয়ে আসে। তখন সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিতে বাধ্য হয়।

সেন্সর বোর্ড সচিব মুন্সী জালাল উদ্দিন বলেন, ‘আমরা তো সিনেমাটিকে ছাড়পত্রই দিতে চাইনি। তারপর আদালতের নির্দেশনা অনুসারে আমরা ১৮ বার নিরীক্ষার পর সিনেমাটিকে ছাড়পত্র দিয়েছি। সিনেমাটির নাম নিয়ে আমাদের আপত্তি থাকলেও আদালত জানায় ‘ভয়ংকর ও হিংসাত্মক’ দৃশ্য নিরীক্ষা করে সিনেমাটিকে সেন্সর ছাড়পত্র দিয়ে দিতে। তখন আমাদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালক বেশ কিছু দৃশ্য পুনঃসম্পাদনা করে সেন্সরে জমা দেন। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা সেই সিনেমাকে শেষে ছাড়পত্র দিতে বাধ্য ছিলাম।”

সেন্সর বোর্ডের তৎকালীন সচিব নিজামুল কবীর বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে জানিয়েছিলেন, সিনেমাটি নিয়ে *‘খোদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আপত্তি এসেছিল।’*

(সূত্র : বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর, ২৪ আগস্ট ২০১৫ http://bangla.bdnews24.com/glitz/article1015928.bdnews)

ঠিক কোন কোন বিশেষ দৃশ্য ও সংলাপ কর্তনের বিনিময়ে ‘রানা প্লাজা’ চলচ্চিত্র সেন্সর ছাড়পত্র পায়, নানা কারণেই তা জেনে রাখা জরুরি। সেন্সর বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া এ বিষয়ক নথি সর্বজনকথার পাঠকের জন্য তুলে দেওয়া হলো :

কর্তনের বিবরণ:

১. গার্মেন্টসকর্মীর উক্তি, ‘আমার হাত কাইটা ছাড়াই দেন, ও ভাই আমাকে বাঁচান’ (১ সেকেন্ড)

২. গার্মেন্টসকর্মীর উক্তি, ‘আমার হাতটা কাইটা বাইর করেন, ও ভাই আমাকে বাঁচান’ (১৮ সেকেন্ড)

৩. গার্মেন্টসকর্মীর উক্তি, ‘ও ভাই আমাকে বাঁচান, কে আছেন আমাকে বাঁচান’ (৬ সেকেন্ড)

৪. টিটুর মা টিটুর বাবাকে ‘বদমাইস’ বলে গালি দেওয়ার সংলাপ (৫ সেকেন্ড)

পাতা-২

ক্রমিক নং	চলচ্চিত্রের নাম	চলচ্চিত্রের ধরণ	প্রযোজক ও পরিচালকের নাম	মন্তব্য
১২	রানা প্লাজা	পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা	প্রযোজক : শামীমা আক্তার পরিচালক : জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান	কর্তন সাপেক্ষে পাশ ঃ সনদপত্র নম্বর-এলএফ-৪৭/২০১৫, তাং- ১৬-০৭-২০১৫

ক্রঃনং	কর্তনের বিবরণ	মিনিট	সেকেন্ড	ডিস্ক নং
(১)	গার্মেন্টস কর্মীর উক্তি আমার হাত কাইটা ছাড়াই দেন, ও ভাই আমাকে বাঁচান কর্তন করা হয়েছে	-	১	১
(২)	গার্মেন্টস কর্মীর উক্তি আমার হাতটা কাইটা বাহির করেন, ও ভাই আমাকে বাঁচান কর্তন করা হয়েছে	-	১৮	১
(৩)	গার্মেন্টস কর্মীর উক্তি ও ভাই আমাকে বাঁচান, কে আছেন আমাকে বাঁচান কর্তন করা হয়েছে	-	৬	১
(৪)	টিটুর মা টিটুর বাবাকে "বদমাইস" বলে গালি দেয়ার সংলাপ কর্তন করা হয়েছে	-	৫	১
(৫)	তোরা খা, আমিও খাই শীর্ষক সংলাপ কর্তন করা হয়েছে	-	৫	১
(৬)	ঐটা দেখাইয়া আমরা রেশমার সাথে মেলা মেশা করব, ছবিও তুলব শীর্ষক সংলাপ কর্তন করা হয়েছে	-	৬	১
(৭)	টিটুর মায়ের চিৎকার সংক্রান্ত সংলাপ কর্তন করা হয়েছে	-	৪	১
(৮)	ম্যানেজার এক নারী শ্রমিককে "মালটা" বলে উক্তি করার সংলাপ কর্তন করা হয়েছে	-	৩	১
(৯)	রানার নাম উচ্চারণ সংক্রান্ত সংলাপ কর্তন করা হয়েছে	-	২	১
(১০)	এক গার্মেন্টস কর্মীর পা কাটার দৃশ্য ও তার আর্তচিৎকারের দৃশ্য কর্তন করা হয়েছে	-	২	১
(১১)	পোশাক শ্রমিক শাহিনাকে উদ্ধারকালে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের কথোপকথনের দৃশ্য কর্তন করা হয়েছে	-	১০	১
(১২)	মিডিয়া কর্মীদের সামনে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের কথোপকথনের দৃশ্য কর্তন করা হয়েছে	-	৯	১
(১৩)	সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, সাভার এর সাইন বোর্ড দেখানোর দৃশ্য কর্তন করা হয়েছে	-	৩	১
(১৪)	মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখানোর দৃশ্য কর্তন করা হয়েছে	-	৩	১
	কর্তিত দৃশ্যের মোট চলমান সময় =		১ মিনিট ১৭ সেকেন্ড।	

উপরোক্ত কর্তিত দৃশ্য/সংলাপসহ নিম্নবর্ণিত দৃশ্য/সংলাপ কর্তন সাপেক্ষে সেন্সর সনদপত্র প্রদান করা হলো

(১) ১৭ দিন পর রেশমাকে জীবিত উদ্ধারের দৃশ্য/সংলাপ কর্তন করতে হবে।

(২) নিরাপত্তা বাহিনীর নাম ব্যবহার কর্তন করতে হবে।

(৩) বাস্তব টেলিভিশন ফুটেজ কর্তন করতে হবে।

(৪) আমরা কি খাট ভাঙ্গিনী ..... দৃশ্য/ সংলাপ কর্তন করতে হবে।

ছবি: রানাপ্লাজা চলচ্চিত্রের সেন্সর বিবরণ

সূত্র: http://www.bfcb.gov.bd/images/activities_institute/1444114103.doc

৫. 'তোরা খা, আমিও খাই' শীর্ষক সংলাপ (৫ সেকেন্ড)

৬. 'ঐটা দেখাইয়া আমরা রেশমার সাথে মেলামেশা করব, ছবিও তুলব' শীর্ষক সংলাপ (৬ সেকেন্ড)

৭. টিটুর মায়ের চিৎকার সংক্রান্ত সংলাপ (৪ সেকেন্ড)

৮. ম্যানেজার এক নারী শ্রমিককে 'মালটা' বলে উক্তি করার সংলাপ (৩ সেকেন্ড)

৯. রানার নাম উচ্চারণ সংক্রান্ত সংলাপ (২ সেকেন্ড)

১০. এক গার্মেন্টসকর্মীর পা কাটার দৃশ্য ও তার আর্তচিৎকারের দৃশ্য (২ সেকেন্ড)

১১. পোশাক শ্রমিক শাহিনাকে উদ্ধারকালে ফায়ার সার্ভিসকর্মীদের কথোপকথনের দৃশ্য (১০ সেকেন্ড)

১২. মিডিয়াকর্মীদের সামনে ফায়ার সার্ভিসকর্মীদের কথোপকথনের দৃশ্য (৯ সেকেন্ড)

১৩. সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, সাভারের সাইনবোর্ড দেখানোর দৃশ্য (৩ সেকেন্ড)

১৪. মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখানোর দৃশ্য (৩ সেকেন্ড)

এভাবে মোট ১ মিনিট ১৭ সেকেন্ডের দৃশ্য ও সংলাপ কর্তন করা হয়।

উপরোক্ত কর্তিত দৃশ্য/সংলাপ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত দৃশ্য/সংলাপ কর্তন সাপেক্ষে সেন্সর সনদপত্র প্রদান করা হয় :

১. ১৭ দিন পর রেশমাকে জীবিত উদ্ধারের দৃশ্য/সংলাপ কর্তন করতে হবে।

২. নিরাপত্তা বাহিনীর নাম ব্যবহার কর্তন করতে হবে।

৩. বাস্তব টেলিভিশন ফুটেজ কর্তন করতে হবে।

৪. আমরা কি খাট ভাঙ্গিনী ... দৃশ্য/সংলাপ কর্তন করতে হবে।

কল্লোল মোস্তফা: প্রকৌশলী, প্রাবন্ধিক।
ইমেইল: kallol_mustafa@yahoo.com